জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

22 ডিসেম্বর 2021 (বুধবার)

[সময়কালঃ 22.12.2021- 26.12.2021]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:
করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

উপ-মহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। উত্তর সুমাত্রা উপকূলের অদূরে দক্ষিণ আন্দামান সাগরে অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি দুর্বল হয়ে লঘুচাপে পরিণত হয়ে দক্ষিণ আন্দামান সাগর এবং তৎসংলগ্ন মালাক্কা প্রণালীতে অবস্থান করছে এবং বর্তমানে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাসহ সিলেট এবং ময়মনসিংহ বিভাগের দু'এক জায়গায় হালকা/গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সকালের দিকে দেশের কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা পড়তে পারে।
সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় আবহাওয়ার অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।
মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের কোন জেলায় তেমন বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আমন ধান:

- জমিতে প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- শিশির বা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ব্লাস্ট রোগের জন্য অনুকূল। এ ধরণের আবহাওয়ায় থোড় ফেটে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং এর ৫-৭ দিন পর আরেকবার প্রতি বিঘা জমিতে ৫৪ গ্রাম ট্রুপার ৭৫ ডব্লিউপি/দিফা ৭৫ ডব্লিউপি/ জিল ৭৫ ডব্লিউপি অথবা ৩৩ গ্রাম নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি অথবা ট্রাইসাইক্লাজল/স্ট্রবিন গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ৬৭ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে শেষ বিকালে স্প্রে করতে হবে।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিঘাপ্রতি ১৮০-১৯০ গ্রাম কার্টাপ গ্রুপের অথবা ১০ গ্রাম থায়ামেথোক্সাম+ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- দানা গঠন পর্যায়ে গান্ধী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গড়ে প্রতি ২-৩টি গোছায় একটি গান্ধী পোকা দেখা গেলে কার্বারিল অথবা আইসোপ্রোকার্ব/এমআইপিসি গ্রুপের কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে বিঘা প্রতি ১৭৫ গ্রাম হারে আইসোপ্রোকার্ব/এমআইপিসি গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।

বোরো ধান:
বীজতলা-

- বীজতলায় বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন। হাতজাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন। আক্রমণ রেশি দেখা দিলে হেক্টর প্রতি ১২৫ মিলি ইমিডাক্লোপ্রিড প্রয়োগ করুন।
- থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত জমিতে নাইট্রোজেন জাতীয় সার ব্যবহার করুন। আক্রমণ বেশি হলে হেক্টরপ্রতি ১.১২ লিটার ম্যালাথিয়ন অথবা ১.৭ কেজি কার্বারিল অথবা ১.১২ কেজি আইসোপ্রোকার্ব/এমআইপিসি প্রয়োগ করুন।

গম:

- চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর) প্রথম সেচ, শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) দ্বিতীয় সেচ এবং দানা গঠনের সময় (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) তৃতীয় সেচ প্রদান করুন।
- গমের পাতার মরিচা রোগ দেখা দিলে সাথে সাথে প্রোপিকোনাজল প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে অথবা টেবুকোনাজল প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- গমের জমিতে গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম অথবা কার্বোক্সিন+থিরাম প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় মাটিতে স্প্রে করতে হবে।

আলু:

- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।
- কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত কাটা আলু গাছ দেখে তার কাছাকাছি মাটি উল্টে পাল্টে কীড়া খুঁজে সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন। পোকার উপদ্রব বেশি হলে ফেরোমন ফাঁদ এবং কীড়া দমনের জন্য বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি ৫ মিলি হারে মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটিতে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় লেট ব্লাইট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অবস্থায় রোগ প্রতিরোধের জন্য ৭ দিন পর পর ম্যানকোজেব গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে আক্রান্ত জমিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। নিজের বা পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে রোগ দেখা দেওয়া মাত্র অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

সরিষা:

- বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (গাছে ফুল আসার আগে) প্রথম সেচ এবং ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে (ফল ধরার সময়) দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে।
- সরিষা গাছে ফুল ও ফল আসার সময় জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা মাত্র ৫০ গ্রাম নিম বীজ ভেঙে ১ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে ২-৩ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে ছেঁকে ৭ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকাল ৩ টার পর ১০ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে।

সবজি:

- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভাব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- কুমড়া জাতীয় সবজিতে মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- লাউ জাতীয় সবজিতে পাউডারি মিলডিউ দেখা দিলে হেক্সাকোনাজল অথবা মেনকোজেব প্রয়োগ করুন।
- শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের বালাইনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করুন।
- মরিচে থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আঠালো সাদা ফাঁদ (প্রতি হেক্টরে ৪০ টি) ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আক্রমণ বেশি হলে ফিপ্রোনিল বা ডাইমেথয়েট ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি হারে স্প্রে করা যেতে পারে।

উদ্যান ফসল:

- ফল বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- কলাগাছের পাতায় সিগাটোকা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি স্কোর অথবা ২ গ্রাম নোইন বা ব্যাভিস্টিন অথবা ০.১ মিলি একোনাজল/ফলিকোর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- কলার বিটল পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আইসোপ্রোকার্ব (এমআইপিসি) গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- নারিকেলের মাকড় দমনের জন্য আক্রান্ত গাছের কচি ডাব কেটে পুড়িয়ে ফেলে গাছে মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে। এর সাথে আশেপাশের কম বয়সী গাছের কচি পাতাতেও মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- পেয়ারায় মিলিবাগের আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন। প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।

ভুট্টা:

- বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ, ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সেচ, ৬০-৭০ দিনের মধ্যে তৃতীয় সেচ এবং ৮৫-৮৯ দিনের মধ্যে চতুর্থ সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে খড়ের পাশাপাশি ঘাস, পাতা বা দানাদার খাদ্য বিশেষ করে খৈল ও ডালের ভূষি দিতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধে গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গবাদি পশুর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন।
- ঠান্ডা প্রতিরোধে মেঝেতে বিচালি এবং বাতাস থেকে রক্ষার জন্য কালো পলিথিন বা বস্তা গোয়াল ঘরের চারপাশে ব্যবহার করা যেতে পারে।

হাঁস মুরগী:

- রোগ প্রতিরোধে হাঁস মুরগীকে নিয়মিত টীকা দিন।
- হাঁসমুরগীর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন।
- বাতাস থেকে রক্ষার জন্য কালো পলিথিন বা বস্তা খোয়াড়ের চারপাশে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মৎস্য:

- পুকুর পাড়ে পাতাঝরা গাছ থাকলে গাছের পাতা নিয়মিত পরিষ্কার করে দিন।
- পুকুরের পানিতে পিএইচ ৬-৮ এর মধ্যে থাকলে শীতের শুরুতে ১৫ থেকে ২০ দিন বা একমাস অন্তর অন্তর প্রতি শতাংশে এক কেজি ডলোচুন ও এক কেজি লবন মিশিয়ে প্রয়োগ করুন। পিএইচ কম থাকলে চুনের পরিমাণ বাড়াতে হবে।
- শীতে পুকুরের পানি কমে গেলে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সরবরাহ করুন। মাছের ঘনত্ব স্বাভাবিক বা কম রাখুন।
- পুকুরের পানি দূষিত হলে পানি পরিবর্তন করুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (২২ ডিসেম্বর ২০২১, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ২২ ডিসেম্বর ২০২১ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২১ ডিসেম্বর২০২১ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	২৪.৬	১৫.০	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	২৫.৪	১৪.২
	টাঙ্গাইল	০০	২৪.৮	১২.৪		ঈশ্বরদী	০০	২৪.৫	১২.৬
	ফরিদপুর	০০	২৪.৬	১৪.৫		বগুড়া	০০	২৬.৫	১৩.৭
	মাদারীপুর	০০	২২.৯	১২.৮		বদলগাছী	০০	২৬.০	১২.১
	গোপালগঞ্জ	০০	২৩.০	১৩.০		তাড়াশ	০০	২৫.০	১৩.০
	নিকলি	০০	২৫.৯	১৫.০					
					রংপুর	রংপুর	০০	২৭.২	১৩.০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	২৭.০	১৪.৫		দিনাজপুর	০০	২৬.৬	১০.৩
	নেত্রকোনা	০০	২৬.০	১৬.০		সৈয়দপুর	০০	২৭.০	১১.৪
						তেঁতুলিয়া	০০	২৬.৭	০৮.৮
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	২৩.০	১৫.৫		ডিমলা	০০	২৬.৮	১২.০
	সন্দ্বীপ	০০	২৪.৬	১১.৫		রাজারহাট	০০	২৫.৬	১১.০
	সীতাকুন্ড	০০	২৫.৫	১১.০					
	রাঙ্গামাটি	০০	২৪.৮	১৪.৮	খুলনা	খুলনা	০০	২৩.৬	১৪.০
	কুমিল্লা	০০	২৫.২	১২.৮		মংলা	০০	২৪.৪	১৪.৬
	চাঁদপুর	০০	২৪.২	১৪.২		সাতক্ষীরা	০০	২২.৪	১৩.৫
	মাইজদীকোর্ট	০০	২২.৬	১৩.৬		যশোর	০০	২৪.৬	০৯.৬
	ফেনী	০০	২৪.৮	১২.৩		চুয়াডাঙ্গা	০০	২৪.৪	১২.০
	হাতিয়া	০০	২৩.৮	১২.৪		কুমারখালী	০০	২৫.০	১৪.৫
	কক্সবাজার	০০	২৫.০	১৬.০					
	কুতুবদিয়া	০০	২৪.২	১৩.৫	বরিশাল	বরিশাল	০০	২৩.৭	১২.৬
	টেকনাফ	০০	২৬.৪	XX		পটুয়াখালী	০০	২৪.০	১৩.০
						খেপুপাড়া	০০	২৪.১	১২.৪
সিলেট	সিলেট	সামান্য	২৭.৪	১৬.৬		ভোলা	০০	২৩.৫	১২.৭
	শ্রীমঙ্গল	০০	২৭.৭	১৪.৪					

প্রধান বৈশিষ্ট সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৭.৩৯ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৪৫ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলসহ সিলেট এবং ময়মনসিংহ বিভাগের দু'এক জায়গায় হালকা/গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সকালের দিকে দেশের কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা পড়তে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (২১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

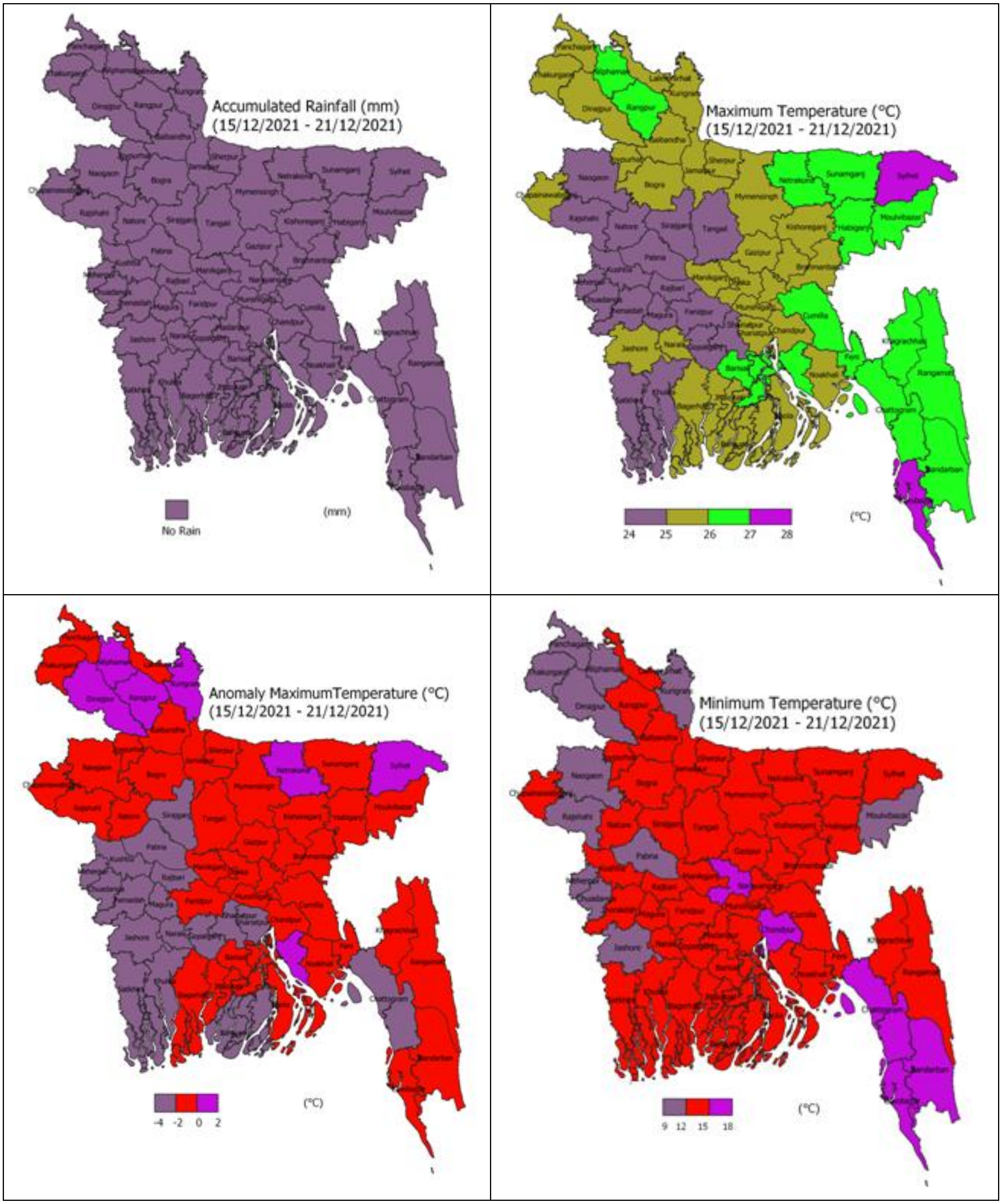

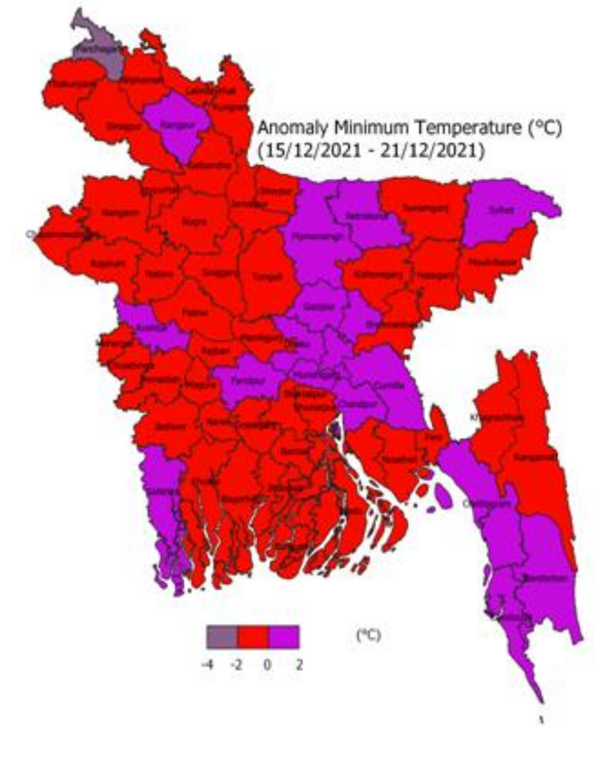
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(15/12/2021 - 21/12/2021)
(°C)
-4 -2 0 2

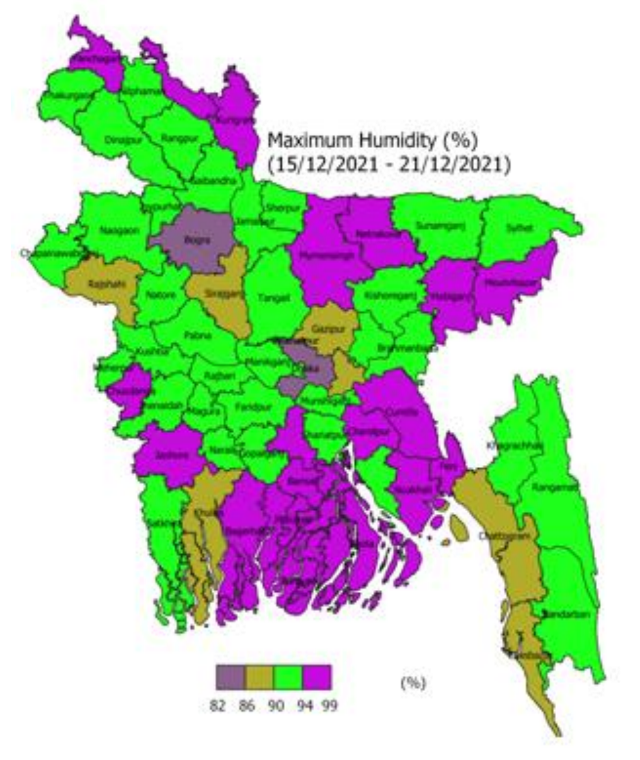
Maximum Humidity (%)
(15/12/2021 - 21/12/2021)
(%)
82 86 90 94 99

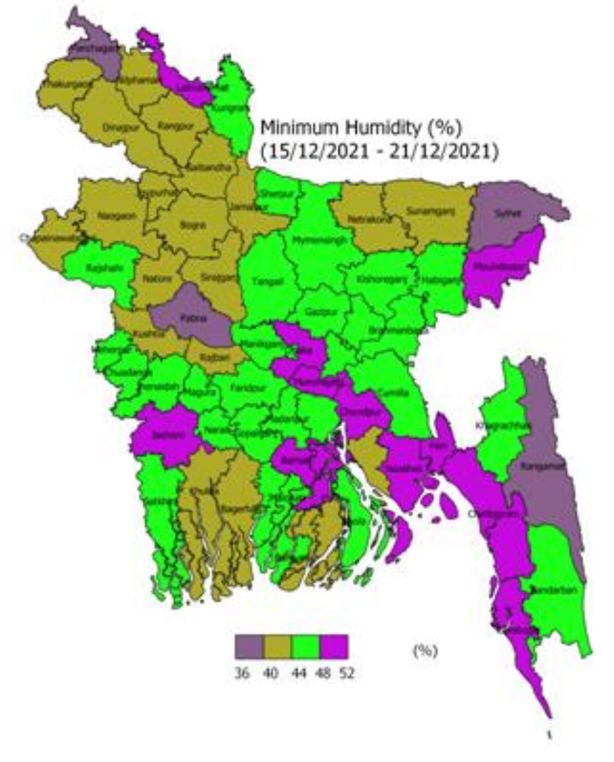
Minimum Humidity (%)
(15/12/2021 - 21/12/2021)
(%)
36 40 44 48 52

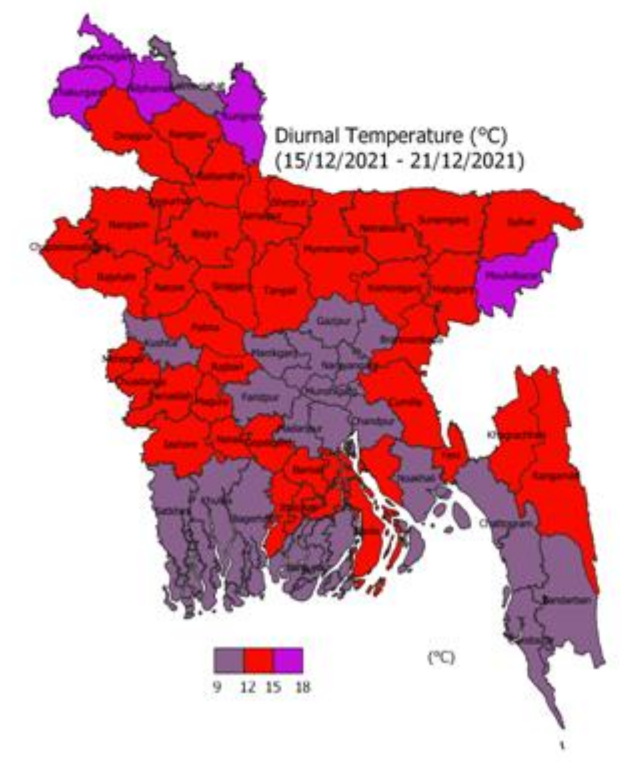
Diurnal Temperature (°C)
(15/12/2021 - 21/12/2021)
(°C)
9 12 15 18

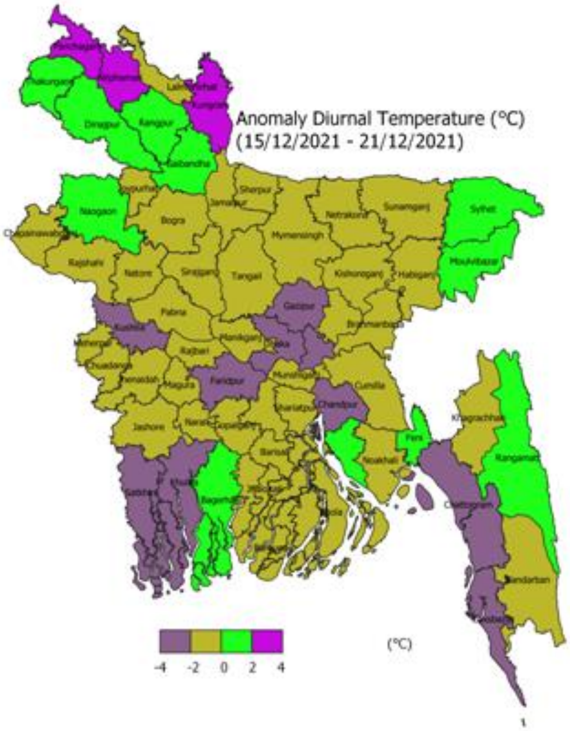
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(15/12/2021 - 21/12/2021)
(°C)
-4 -2 0 2 4

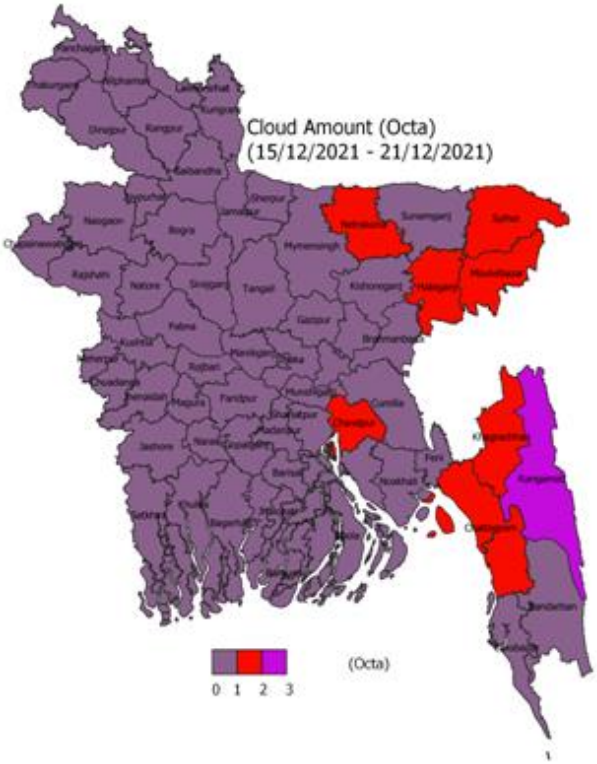
Cloud Amount (Octa)
(15/12/2021 - 21/12/2021)
(Octa)
0 1 2 3

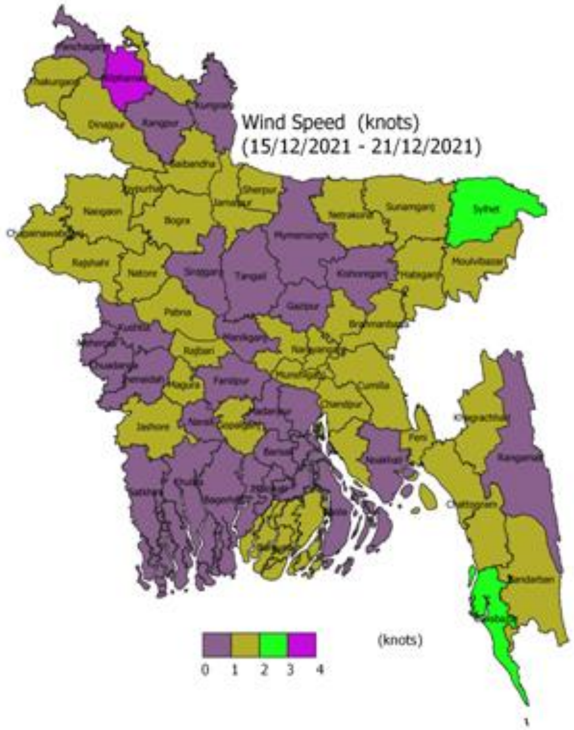
Wind Speed (knots)
(15/12/2021 - 21/12/2021)
(knots)
0 1 2 3 4

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস ২২/১২/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২১ তারিখ পর্যন্তঃ

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৬.৫০ থেকে ৭.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

এ সপ্তাহে বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.২৫ মিঃ মিঃ থেকে ৩.২৫ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময় রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দুই-এক জায়গায় হালকা (০৪-১০ মিমি/দিন)/গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে। এবং দেশের অন্যত্র আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে।
- এ সময় দেশের কোথাও কোথাও সকালে হালকা থেকে মাঝারি ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে।
- এ সময় সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং এ সময়ের শেষে সামান্য বাড়তে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২২ ডিসেম্বর হতে ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)

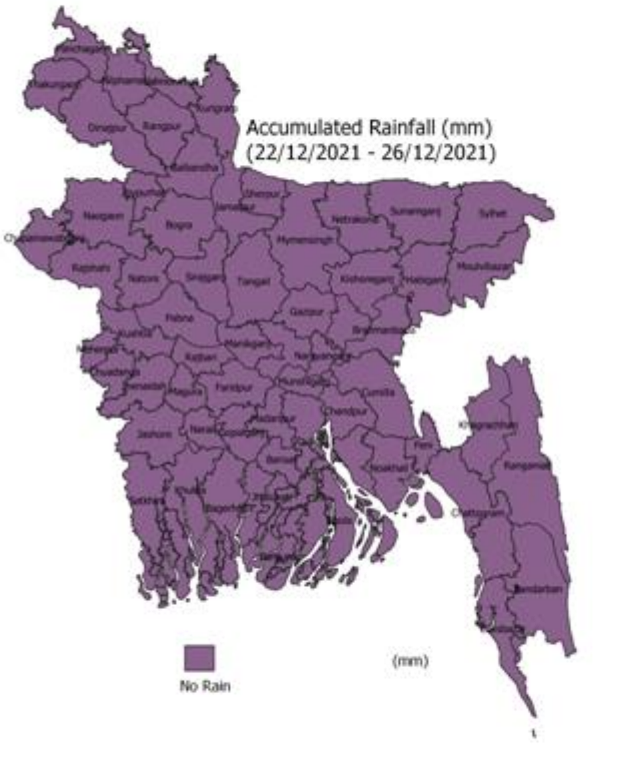

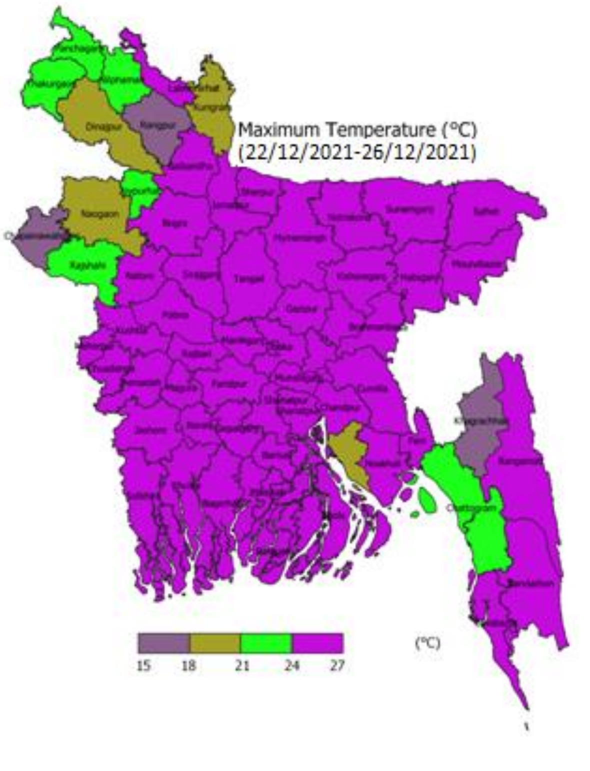

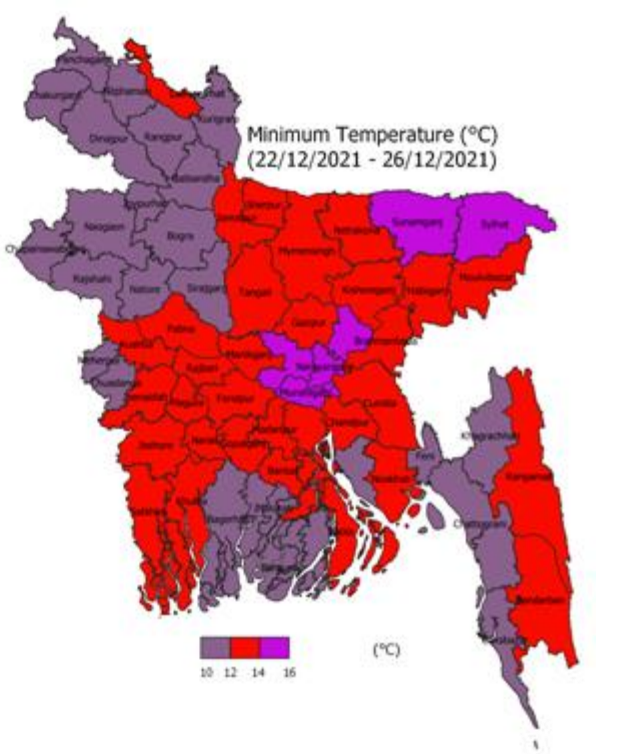
Minimum Temperature (°C)
(22/12/2021 - 26/12/2021)
(°C)
10 12 14 16

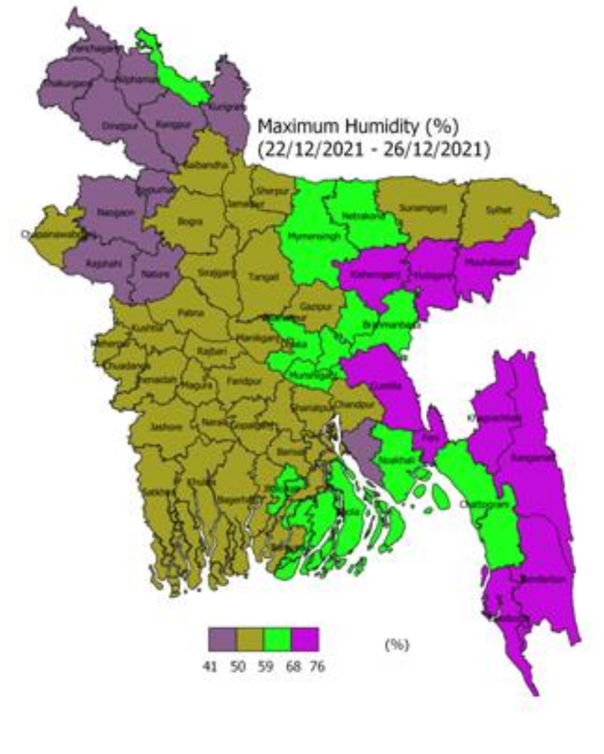
Maximum Humidity (%)
(22/12/2021 - 26/12/2021)
(%)
41 50 59 68 76

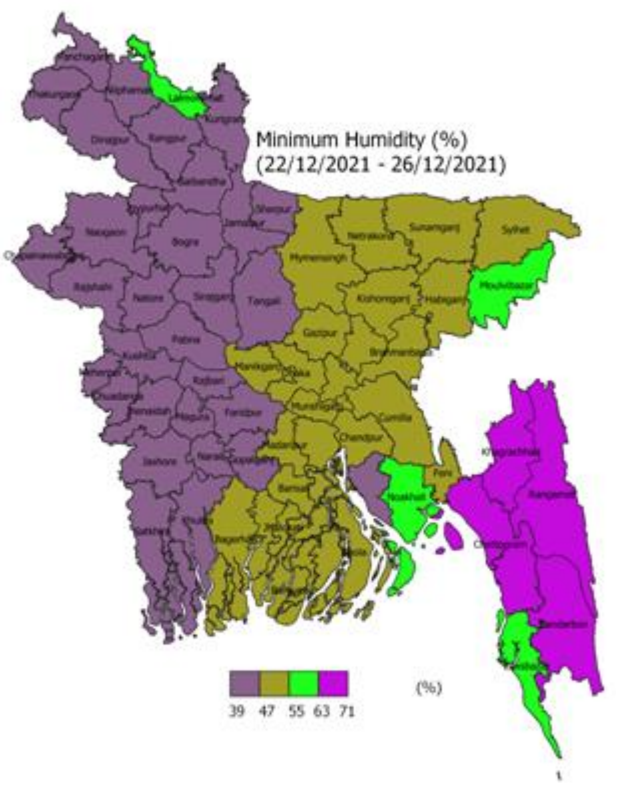
Minimum Humidity (%)
(22/12/2021 - 26/12/2021)
(%)
39 47 55 63 71

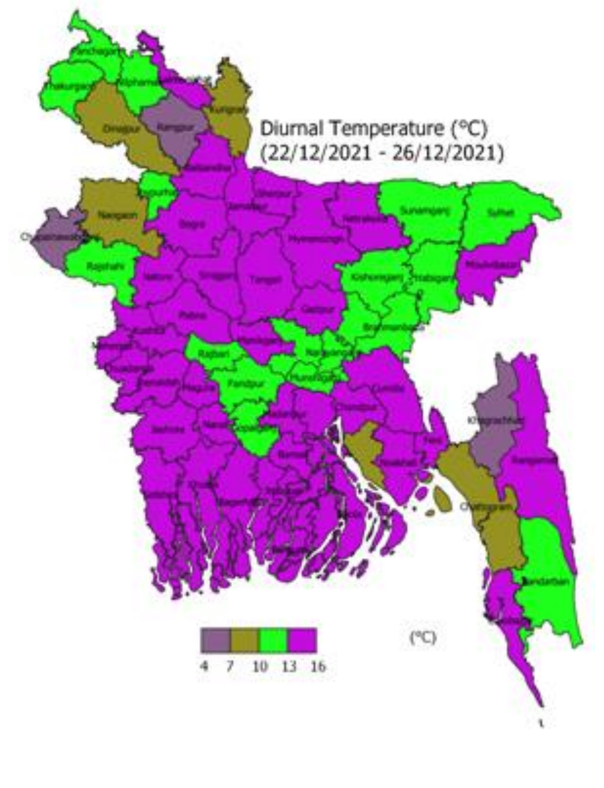
Diurnal Temperature (°C)
(22/12/2021 - 26/12/2021)
(°C)
4 7 10 13 16

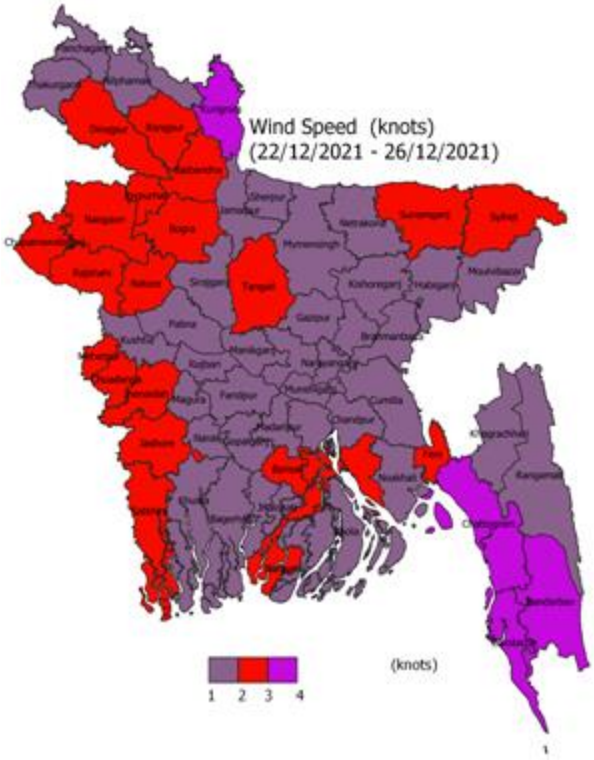
Wind Speed (knots)
(22/12/2021 - 26/12/2021)
(knots)
1 2 3 4

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week No. 49(03December-09 December) over Agricultural regions of Bangladesh

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 49(03December-09 December) over Agricultural regions of Bangladesh

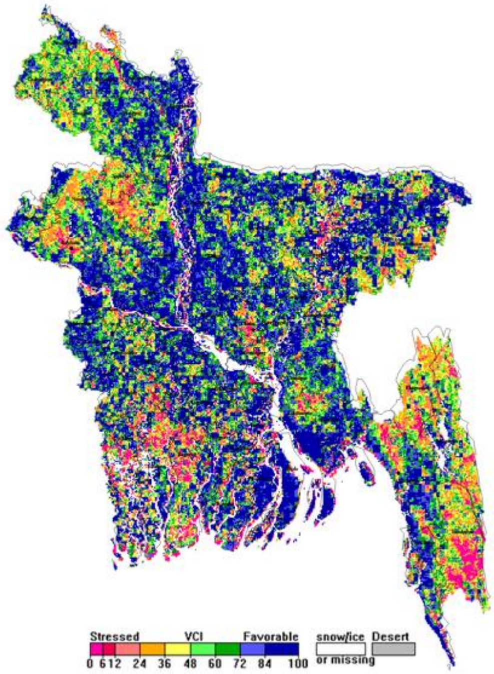

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 49(03December-09 December) over Agricultural regions of Bangladesh

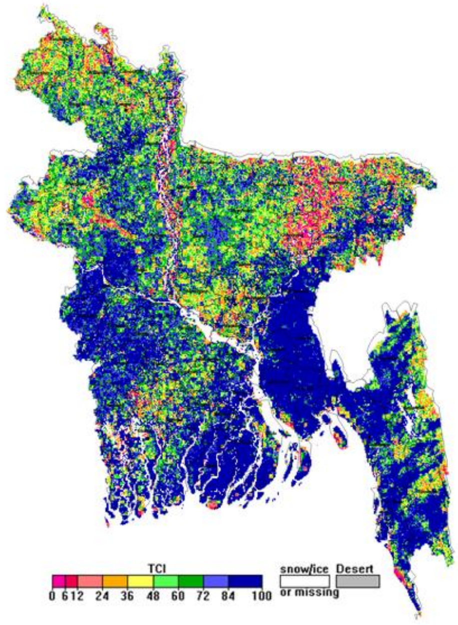

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 49(03December-09 December) over Agricultural regions of Bangladesh